দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ APR 6 1999
পৃষ্ঠা ৫২ কলাম ৮

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পে দুর্নীতি

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতরের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-৩, চট্টগ্রাম অফিসে দীর্ঘদিন যাবত টেন্ডার জালিয়াতি, ভুয়া ভাউচারে অর্থ আত্মসাত ও সরকারী সম্পদের অপব্যবহার চলছে ফ্রি স্টাইলে। ইউনিসেফের অর্থায়নে ৮-১৪ বছরের কর্মজীবী শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য সরকার দেশের বিভাগীয় শহরে বেসরকারী সংস্থা (এনজিও)-এর মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক স্কুল চালু করেছে। ঢাকার পর চট্টগ্রামে প্রথম পর্যায়ে ১০৩৫টি, দ্বিতীয় পর্যায়ে ৪৫০টি স্কুল চালু করা হয়। প্রতি স্কুলের জন্য এক জন শিক্ষক এবং পনেরোটি স্কুলের জন্য একজন সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়। শিক্ষক ও সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় সরকারীভাবে। উক্ত প্রশিক্ষণের উপকরণ ক্রয়ের জন্য সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তিসহ জেলা প্রশাসক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, জেলা কো-অর্ডিনেটর, সিটি কর্পোরেশন ও জিপিও চট্টগ্রামের নোটিস বোর্ডে দরপত্রের কপি টানানো বাধ্যতামূলক হলেও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-৩ চট্টগ্রামের কর্মকর্তা ঐ নিয়মের কোন তোয়াক্কা করেন না। স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নিজের খেয়ালখুশিমতো, চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লার নির্দিষ্ট একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হতে উক্ত কর্মকর্তা শিক্ষক ও সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণের উপকরণ ক্রয় করেন। প্রকাশ যে, উক্ত কর্মকর্তা সীমু স্টেশনারি এ্যান্ড সাপ্লায়ারকে সর্বোচ্চ, জামান এ্যান্ড সন্সকে ২য় এবং হাজী পেপার এ্যান্ড স্টেশনারিকে সর্বনিম্ন দরদাতা দেখিয়ে টেন্ডার কমিটির অনুমোদন নেন। আমার জানা মতে উক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো আদৌ দরপত্র দাখিল করে না। প্রকল্প কর্মকর্তা সম্পূর্ণ ভুয়া কাগজপত্র দেখিয়ে টেন্ডার কমিটির অনুমোদন সংগ্রহ করেন। সর্বনিম্ন দরপত্রে প্রতি পিস কাটারের মূল্য ৩০ টাকা যার বাজার দর ১২ টাকা, চক প্যাকেট ১০ টাকা, বাজারদর ৪ টাকা, ইকোনো বলপেন ৪ টাকা; বাজারদর ৩ টাকা, ফোল্ডার পিস ৩০ টাকা, বাজারদর ১৫ টাকা, সাইন পেন ডজন ৪৮ টাকা, বাজারদর ২০ টাকা-- এভাবে প্রতিটি উপকরণের অতিরিক্ত মূল্য ধরে সরকারের লাখ লাখ টাকা আত্মসাত করছে সংশ্লিষ্ট মহল। এ ছাড়াও প্রশিক্ষণের ১ম পর্যায়ের ১৬টি ও ২য় পর্যায়ের ১৪টি মোট ৩০টি ভেন্যুর ভাড়া বাবদ ভেন্যুপ্রতি বরাদ্দ দৈনিক ১০০০ টাকা, (প্রশিক্ষণ চলে ১২ দিন) কিন্তু উক্ত কর্মকর্তা ১০০০ টাকার স্থলে ৩০০/৪০০ টাকা করে নিম্নমানের ভেন্যু ভাড়া করে অধিদফতরকে বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ টাকা ব্যয় দেখিয়ে লাখ লাখ টাকা আত্মসাত করছেন। যা প্রকল্প অফিসের, সংরক্ষিত ভাউচারের সাথে ভেন্যুর ভাউচার মিলিয়ে দেখলেই পুকুর চুরির সত্যতা প্রমাণিত হবে। এ ছাড়া চট্টগ্রামের প্রকল্প কর্মকর্তা ভুয়া ভাউচার দাখিল করে এজি অফিস থেকে এ টাকা উত্তোলন করে আত্মসাত করছে। এছাড়াও প্রকল্প অফিসের একটি কক্ষ (সরকারী বাসা ভাড়া নেয়া সত্ত্বেও) নিজস্ব বাস ভবন হিসাবে উক্ত কর্মকর্তা ব্যবহার করছেন। উল্লেখ্য, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-৩ চট্টগ্রামের উক্ত কর্মকর্তা চাকরি হতে অব্যাহতি নিয়ে অন্যত্র চাকরি নিয়ে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা গেছে। এ বিষয়ে অতিসত্বর তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ আঃ কাইয়োম চৌধুরী
এনজিও কর্মী, ১৪২ চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।